ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
হেলথ সেক্টর

<u>ফিভার/ফ্লু কর্নার গাইডলাইন-</u>

১. স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের প্রবেশ পথের সবচেয়ে নিকটে ফিভার কর্নার স্থাপন করতে হবে।

২. সেবাকেন্দ্রের প্রবেশ মুখে নন-কনটাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে সেবা গ্রহীতার শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হবে। কর্তব্যরত গার্ড কাজটি সম্পন্ন করবেন অথবা সেবাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্তরা অবস্থার প্রেক্ষিতে সুবিধামত কাউকে এই দায়িত্ব প্রদান করবেন।

৩. নন-কনটাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষাকালে সেবা গ্রহীতার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (৩৭.৮° সেলসিয়াস এর বেশি) পাওয়া গেলে ফিভার কর্নারে প্রেরণ করা হবে।

৪. স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (৩৭.৮° সেলসিয়াস এর বেশি) তাপমাত্রা নিয়ে একসাথে একাধিক সেবা গ্রহীতা আসলে তাকে/তাদেরকে পৃথক ভাবে অপেক্ষমান রাখতে হবে যাতে আগত অন্য সেবাগ্রহীতাদের সংস্পর্শে যেতে না হয়।

৫. ফিভার কর্নারে একজন প্যারামেডিক/নার্স অথবা সেবাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্তদের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তি রোগীর তথ্য সংগ্রহ করবেন ও প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

৬. ফিভার কর্নারে দায়িত্বরত ব্যক্তি সার্বক্ষনিকভাবে মানসম্পন্ন ফুলসেট গাউন, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস ফেইস শিল্ডসহ প্রয়োজনীয় পিপিই সামগ্রী ব্যবহার করবেন।

৭. দায়িত্বরত ব্যক্তি ও সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে নিরাপদ শারীরিক দুরত্ব (কমপক্ষে ৩ ফুট) বজায় রাখতে হবে।

৮. ফিভার কর্নারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা নিয়ে আগত রোগীর নিম্নলিখিত লক্ষন/বিষয়গুলোর তথ্য যাচাই করতে হবে-

- পরিবারের বা কর্মস্থলের কারো জ্বর, সর্দি-কাশি, গলাব্যাথা বা কোভিড ১৯ সনাক্ত হয়েছে বা এর লক্ষন রয়েছে এমন কারো সংস্পর্শে গিয়েছে
- ৩৭.৮° সেলসিয়াস এর বেশি জ্বর এবং কাশি আছে
- শ্বাসকষ্ট এবং/অথবা গলায় ক্ষত/ মাংসপেশিতে ব্যাথা/ অবসাদগ্রস্ত/ স্বাদ ও ঘ্রানশক্তি কমে যাওয়া/ ডায়রিয়া/ পেটে ব্যাথা রয়েছে

➢ লক্ষনগুলো থাকলে সেবাগ্রহীতাকে সন্দেহভাজন করোনা রোগী হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং সক্ষমতার মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান পূর্বক করোনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র/কেন্দ্রসমূহের তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে রেফার করা হবে।

➢ উপরোক্ত লক্ষনগুলো না থাকলে বা রোগীর প্রদত্ত তথ্যে করোনা সন্দেহভাজন মনে না হলে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য সেবা কেন্দ্রের রিসিপশনে/ভিতরে প্রেরণ করা হবে।

করোনা সংক্রমন পরীক্ষায় নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকাঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যাল (বিএসএমএমইউ):

এখানে নমুনা দিতে হলে আগে থেকেই অনলাইনে সাক্ষাৎকার ফরম পূরণ করতে হবে। বিএসএমএমইউ এর ওয়েবসাইটের ডানদিকে ফিভার ক্লিনিকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য 'ক্লিক করুন' লেখা বাটনে চাপলেই পাওয়া যাবে সাক্ষাৎকার ফরমটি। যাঁরা এই ফরম পূরণ করবেন তাঁদের মুঠোফোন নম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নম্বর ০১৫৫২১৪৬২০২ থেকে খুদে বার্তা পাঠানো হবে। এই খুদে বার্তা দেখালে পরীক্ষা করা যাবে। বিএসএমএমইউএর ফিভার ক্লিনিক সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করা যাবে ০১৪০৬৪২৬৪৪৩ এই নম্বরে।

এছাড়া রয়েছে-

১. মিটফোর্ড হাসপাতাল
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল

২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ: শুধুমাত্র কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছে বা উপসর্গ নিয়ে যারা আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি আছেন কিংবা অন্যকোনো রোগে ভর্তি রোগীরা পরীক্ষা যাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

৩. মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

৪. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল
ও চাইল্ড হেলথ কেয়ার রিসার্চ ফউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

ব্র্যাকের কিয়স্ক:

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করে তাঁরা সরকার নির্ধারিত গবেষণাগারে পৌঁছে দেন। দৈনিক এক একটি বুথ থেকে তাঁরা ত্রিশটি নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। সক্ষমতা বেশি হলেও, গবেষণাগারের সক্ষমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আপাতত এই সীমা ঠিক করে দিয়েছে।

ব্র্যাকের কেন্দ্রগুলো রয়েছে:

ঢাকায়:

১. সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল - মিরপুর ১৩
২. ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার - মিপুর ১৩
৩. আনোয়ারা মুসলিম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ - বাউনিয়া
৪. উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ – উত্তরা
৫. উত্তরা হাই স্কুল (ডিএনসিসি) - সেক্টর-৬, উত্তরা
৬. ১০ নং কমিউনিটি সেন্টার (ডিএনসিসি) - সেক্টর ৬, উত্তরা
৭. উত্তরখান জেনারেল হাসপাতাল - উত্তরখান, ওয়ার্ড ৪৫
৮. নবজাগরণ ক্লাব, জামতলা - ইসমাঈলদেওয়ান মহল্লা, আজিমপুর, দক্ষিণখান
৯. পল্টন কমিউনটি সেন্টার - নয়াপল্টন, পল্টন থানার উল্টোদিকে
১০. কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল - ১ ও ২ (শুধুমাত্র পুলিশ সদস্যদেও জন্য)
১১. প্রেস ক্লাব - (তোপখানা)
১২. ৫০ নম্বর ওয়ার্ড যাত্রাবাড়ি কমিউনিটি সেন্টার - শহীদ ফারুক সড়ক, জলাপাড়া, যাত্রাবাড়ি
১৩. সুইপার কলোনী, দয়াগঞ্জ বস্তি – যাত্রাবাড়ি

১৪. হাজী জুম্মন কমিউনিটি সেন্টার - নয়াবাজার মোড়, হাজী রশিদ লেন
১৫. বাসাবো কমিউনিটি সেন্টার – বাসাবো
১৬. ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি – সেগুনবাগিচা
১৭. আমলিগোলা পার্ক ও কমিউনিটি সেন্টার – ধানমন্ডি
১৮. সূচনা কমিউনিটি সেন্টার – মোহাম্মদপুর
১৯. আসাদুজ্জামান খান কামাল কমিউনিটি সেন্টার (ডিএনসিসি) - মধুবাগ, মগবাজার
২০. মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম চৌধুরী কমিউনিটি সেন্টার – কামরাঙ্গীরচর
২১. শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল – টঙ্গি
২২. উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স – সাভার
২৩. জেকেজি হেলথ কেয়ার:
২৪. পল্লীবন্ধু এরশাদ বিদ্যালয় - করাইল, বনানী
২৫. রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল (শুধুমাত্র পুলিশ সদস্যদের জন্য)
২৬. সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়, বাসাবো , খিলগাঁও
২৭. খিলগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজ , খিলগাঁও
২৮. তিতুমীর কলেজ

নারায়ণগঞ্জ

১. নারায়ণগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
২. এম ডব্লিউ উচ্চ বিদ্যালয় , সিদ্ধিরগঞ্জ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ঢাকার যেখানে নমুনা পরীক্ষা করা যাবে:

১. এভারকেয়ার হসপিটাল, ঢাকা
২. স্কয়ার হসপিটাল, ঢাকা
৩. প্রাভা হেলথ বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা
৪. ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
৫. আনওয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হসপিটার, ঢাকা
৬. এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ঢাকা
৭. ইউনাইটেড হসপিটাল লিমিটেড, ঢাকা
৮. বায়োমেড ডায়াগনস্টিক, ঢাকা
৯. ডিএমএফআর মলিকিউলার ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক, ঢাকা
১০. ল্যাব এইড হসপিটাল, ঢাকা
১১. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস জেনারেল হসপিটাল, ঢাকা
১২. কেয়ার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

ঢাকার বাইরে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা করা যাবে:

১. টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড রাফাতউল্লাহ কমিউনিটি হসপিটাল, বগুড়া
২. শেভরন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি (প্রাইভেট) লিমিটেড, চট্টগ্রাম

ঢাকার বাইরে যেসব জায়গায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা হচ্ছে:

১. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি), চট্টগ্রাম
২. চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
৩. কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

৪. কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ
৫. আবদুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ , নোয়াখালি
৬. নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়
৭. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
৮. শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
৯. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
১০. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ
১১. রংপুর মেডিকেল কলেজ
১২. এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর
১৩. সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
১৪. খুলনা মেডিকেল কলেজ
১৫. কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ
১৬. শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল
১৭. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ
১৮. নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল
১৯. কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল

*এসব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ভর্তি রোগী বা বহির্বিভাগে আসা রোগীর নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর বাইরে, নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষা করা হচ্ছে কয়েকটি গবেষণাগারে। যেমন:

১. চিটাগাং ভেটেরেনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সে ইনস্টিটিউট
২. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়
৩. গাজী কাভিড-১৯ পিসিআর ল্যাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

গবেষণাগারগুলো যেখানে:

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর ল্যাবে পরীক্ষা হতে পারে। এর বাইরেওনমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে নিচের গবেষণাগারগুলোয়।

১. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার
২. আইইডিসিআর
৩. জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান
৪. আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ^বিদ্যালয়
৬. চাইল্ড হেলথ কেয়ার রিসার্চ ফউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল
৭. আর্মর্ড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি ও সিএমএইচ
৮. ঢাকা মেডিকেল কলেজ
৯. আইদেশি (বেসরকারি)
১০. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
১১. জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
১২. মুগদা মেডিকেল কলেজ
১৩. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
১৪. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল
১৫. উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়